জাগরণের গান

(৫ মার্চ, ২০১১)

সূধী, শ্রোতার আসরের পরবর্তী আয়োজন "জাগরণের গান" এ আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ। বাংলা গান বাংলা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙ্গালী জীবনে সঙ্গীত কেবল মাত্র নিছক বিনোদন কিংবা অন্তরাত্মার অনুসন্ধানের মাধ্যম হয়েই থাকেনি, বরঞ্চ গান আমাদের জটিলতর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রায়শই করেছে প্রাণের সঞ্চার। গান যেমন হয়েছে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বেষ্টনী, তেমনি হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার।

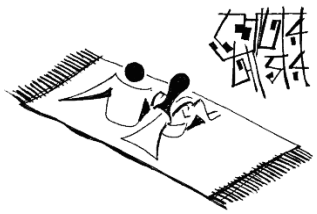

গানের মাধ্যমে সামাজিক অসঙ্গতি, মানুষের দূর্বলতা বা নিষ্ঠূরতার চিত্রায়ণ এবং গানের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত, ক্ষয়িষ্ণু মুল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস বাংলা গানে বিদ্যমান সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে। প্রাচীন লোকগাঁথা, লোকগীতি ও বাউল গানে রয়েছে এর অসংখ্য উদাহরণ। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি, বেঙ্গল রেঁনেসার সময় বৃটিশ শাসনাধীন বাংলায় ঊষার এক চিলতে আলোর মত উন্মেষ হয় বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদের। বাঙ্গালী গর্ব করতে শেখে তার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে, এবং বুঝতে শেখে সহস্র বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাঙ্গালী জাতিসত্বা পরাধীনতার শৃংখলে আত্মসমর্পন করার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মুকুন্দদাশ, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদের স্বদেশী ভাবনার সাথে সমসাময়িক পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাম্রাজ্যবিরোধী, সাম্যবাদী আর গনতান্ত্রিক দর্শন যুক্ত হয়ে পরবর্তীতে বিদ্রোহের প্রেরণা যোগায় নজরুল, সুকান্ত এবং সমসাময়িক আরো অনেক কবি গীতিকারের প্রাণে। সেইসময়ে রচিত অসংখ্য গান বাঙ্গালী জীবনে সঞ্চার করে নতুন আত্মোপলব্ধি যা পরবর্তীতে যোগায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। বাঙ্গালীর সুপ্ত অহঙ্কারকে বজ্রকঠিন ভাষায় জাগিয়ে তোলা সেই গান গুলোকেই আমরা বলি জাগরণের গান।

Free Entry

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল এই গানগুলো। এই সময় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অন্যান্য স্বদেশী আমলের কবি গীতিকারে পাশাপাশি আমরা পেয়েছি সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, আনোয়ায়র পারভেজ সহ আরো অসংখ্য গীতিকার ও সুরকার যাদের সৃষ্ট গণসঙ্গীত রক্তাক্ত সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথে পথচলার প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত সেই সব গানের ভুমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কথা আর সুরের যাদুকরি শক্তিতে এক ঘুমন্ত জাতিসত্বাকে জাগিয়ে তোলা সেই সব গান আজ সুধু আমাদের ইতিহাস নয়, আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও যখন কোথাও কোন অন্যায় কিংবা অনাচার ঘটে, বাঙ্গালীর অন্তরে অজান্তেই বেজে ওঠে "বিচার পতি তোমার বিচার করবে যারা" কিংবা "জনতার সংগ্রাম চলবেই'। এ থেকেই প্রমানিত হয় আমাদের জীবনে সেই সব গানের প্রয়োজনীয়তা একটুও কমেনি। আমাদের ইতিহাস ও অস্তিত্বে শোণিত ধারার মত বয়ে চলা সেই সব গান নিয়ে আমাদের আয়োজন আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন।

স্থানঃ **Chandler Community Center**
Isaac Road, Keysborough, Melway Ref: 89 F6

সময়ঃ বিকেল ৫-০০ থেকে ৭-৩০ (আসন গ্রহন, ৪-৪৫)

যোগাযোগঃ অংশু ০৪৩৩ ১৯৩ ৮৪৩, রাজীব ০৪৩০ ৩৪১ ২১১, চঞ্চল ০৪১১ ০৫৬ ৮৫৩, বাপী ০৪২৫ ৮৬২ ০৯০

জাগরণের গান

(৫ মার্চ, ২০১১)

সূধী, শ্রোতার আসরের পরবর্তী আয়োজন "জাগরণের গান" এ আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ। বাংলা গান বাংলা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙ্গালী জীবনে সঙ্গীত কেবল মাত্র নিছক বিনোদন কিংবা অন্তরাত্মার অনুসন্ধানের মাধ্যম হয়েই থাকেনি, বরঞ্চ গান আমাদের জটিলতর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রায়শই করেছে প্রাণের সঞ্চার। গান যেমন হয়েছে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বেষ্টনী, তেমনি হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার।

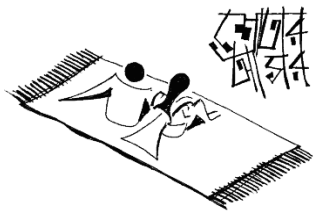

গানের মাধ্যমে সামাজিক অসঙ্গতি, মানুষের দূর্বলতা বা নিষ্ঠূরতার চিত্রায়ণ এবং গানের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত, ক্ষয়িষ্ণু মুল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস বাংলা গানে বিদ্যমান সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে। প্রাচীন লোকগাঁথা, লোকগীতি ও বাউল গানে রয়েছে এর অসংখ্য উদাহরণ। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি, বেঙ্গল রেঁনেসার সময় বৃটিশ শাসনাধীন বাংলায় ঊষার এক চিলতে আলোর মত উন্মেষ হয় বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদের। বাঙ্গালী গর্ব করতে শেখে তার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে, এবং বুঝতে শেখে সহস্র বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাঙ্গালী জাতিসত্বা পরাধীনতার শৃংখলে আত্মসমর্পন করার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মুকুন্দদাশ, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদের স্বদেশী ভাবনার সাথে সমসাময়িক পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাম্রাজ্যবিরোধী, সাম্যবাদী আর গনতান্ত্রিক দর্শন যুক্ত হয়ে পরবর্তীতে বিদ্রোহের প্রেরণা যোগায় নজরুল, সুকান্ত এবং সমসাময়িক আরো অনেক কবি গীতিকারের প্রাণে। সেইসময়ে রচিত অসংখ্য গান বাঙ্গালী জীবনে সঞ্চার করে নতুন আত্মোপলব্ধি যা পরবর্তীতে যোগায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। বাঙ্গালীর সুপ্ত অহঙ্কারকে বজ্রকঠিন ভাষায় জাগিয়ে তোলা সেই গান গুলোকেই আমরা বলি জাগরণের গান।

Free Entry

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল এই গানগুলো। এই সময় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অন্যান্য স্বদেশী আমলের কবি গীতিকারে পাশাপাশি আমরা পেয়েছি সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, আনোয়ায়র পারভেজ সহ আরো অসংখ্য গীতিকার ও সুরকার যাদের সৃষ্ট গণসঙ্গীত রক্তাক্ত সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথে পথচলার প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত সেই সব গানের ভুমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কথা আর সুরের যাদুকরি শক্তিতে এক ঘুমন্ত জাতিসত্বাকে জাগিয়ে তোলা সেই সব গান আজ সুধু আমাদের ইতিহাস নয়, আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও যখন কোথাও কোন অন্যায় কিংবা অনাচার ঘটে, বাঙ্গালীর অন্তরে অজান্তেই বেজে ওঠে "বিচার পতি তোমার বিচার করবে যারা" কিংবা "জনতার সংগ্রাম চলবেই'। এ থেকেই প্রমানিত হয় আমাদের জীবনে সেই সব গানের প্রয়োজনীয়তা একটুও কমেনি। আমাদের ইতিহাস ও অস্তিত্বে শোণিত ধারার মত বয়ে চলা সেই সব গান নিয়ে আমাদের আয়োজন আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন।

স্থানঃ **Chandler Community Center**
Isaac Road, Keysborough, Melway Ref: 89 F6

সময়ঃ বিকেল ৫-০০ থেকে ৭-৩০ (আসন গ্রহন, ৪-৪৫)

যোগাযোগঃ অংশু ০৪৩৩ ১৯৩ ৮৪৩, রাজীব ০৪৩০ ৩৪১ ২১১, চঞ্চল ০৪১১ ০৫৬ ৮৫৩, বাপী ০৪২৫ ৮৬২ ০৯০